জ্ঞান-বিজ্ঞান ও শিক্ষার ইসলামীকরণ

■ ইশারফ হোসেন

জ্ঞানের ইসলামীকরণ [Islamization of knowledge] এবং শিক্ষার ইসলামীকরণ [Islamization of Education] বিশ্বব্যাপী জ্ঞান-বিজ্ঞান ও শিক্ষা চর্চার নতুন মানদন্ডে সাম্প্রতিক সময়ের অগ্রসর দুটি বুদ্ধিবাদী আন্দোলন। পাশ্চাত্য সভ্যতা, সংস্কৃতি ও জ্ঞানগত অগ্রগতির সুষম চিন্তা কাঠামোর সাথে ধর্মগত চিন্তাধারা ঐতিহ্যিক ধারাবাহিকতায় ইসলামী জ্ঞানতত্ত্বে [Islamic Epistemology] এবং মুসলিম ও ইসলামী শিক্ষা ব্যবস্থার তুলনামূলক, সমন্বিত চিন্তা সূত্রে গবেষণাগত ও পদ্ধতিগত উৎকর্ষের বুদ্ধিবাদী চর্চার চমৎকার জগৎ তৈরী হয়েছে, যার মূল কথা ঃ বিজ্ঞান চেতনার মধ্যে ধর্ম চেতনার অনিবার্য অংশগ্রহণে মানব সভ্যতার অগ্রগতি ও কল্যাণ অর্জন, উন্নয়ন, প্রযুক্তি, চিকিৎসা, গণমাধ্যম, মানবাধিকার, গণতন্ত্র, মূল্যবোধ, ঐশিকতা, নৈতিকতা ইত্যাদির সার্বিক সমন্বয়ের মাধ্যমে চলতি সহস্রাব্দের সভ্যতা নির্মাণ। অর্থাৎ ধর্মভিত্তিক জ্ঞান কাঠামোর সাহায্যে মুসলিম শিক্ষা ব্যবস্থার নতুন দিগন্ত রচনা করা।

স্মরণ করা যেতে পারে যে, ১৯৭৭ সালে সৌদী আরবের পবিত্র মক্কা নগরীতে অনুষ্ঠিত হয় প্রথম বিশ্ব মুসলিম শিক্ষা সম্মেলন। কিং আব্দুল আজিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের উদ্যোগে আয়োজিত এই সম্মেলনের আয়োজন কমিটির সম্পাদকসহ এর মূল তাত্ত্বিক ও উদ্যোক্তা ব্যক্তিত্ব ছিলেন একজন বাংলাদেশী কিং আব্দুল আজিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের ইংরেজী বিভাগের তৎকালীন বিভাগীয় প্রধান মরহুম প্রফেসর ডঃ সৈয়দ আলী আশরাফ। পরবর্তীকালে তিনি বাংলাদেশে দারুল ইহসান বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করেন।

এই সম্মেলনে সারা বিশ্বের মুসলিম চিন্তাবিদ এবং কয়েকজন অতিথি চিন্তাবিদ একত্রিত হয়ে বিভিন্ন বিষয়ে পৃথক পৃথক সেশনে জ্ঞান-বিজ্ঞান নিয়ে কয়েকদিনব্যাপী আলোচনা শেষে তারা শিক্ষা ব্যবস্থার উপর জোর দেন এবং প্রথমে কোরানিক জ্ঞানতত্ত্বের আলোকে জ্ঞানের শ্রেণীবিভাগ ও শিক্ষার সংজ্ঞা নির্ধারণ করেন এবং এ ঐকমত্যে পৌছেন যে, শিক্ষার মর্মমূলে বিশ্বাস ও ধর্ম থাকতে হবে। অর্থাৎ ইসলামী জ্ঞানাদর্শের ভিত্তিতে শিক্ষা ব্যবস্থাকে সাজাতে হবে। মুসলিম সমাজ ও বিভিন্ন মুসলিম দেশে মুসলমানদের মধ্যে যে দুটি শিক্ষা ব্যবস্থা, প্রচলিত ধর্মীয় শিক্ষা বা মাদ্রাসা ব্যবস্থা এবং পাশ্চাত্যের জ্ঞান বিজ্ঞানের আধুনিক শিক্ষা ব্যবস্থা এর মধ্যে সমন্বয় সাধন করতে হবে। এজন্য দরকার ব্যাপক পঠন-পাঠন, গবেষণা, আলাপ-আলোচনা এবং আলেম-উলেমা তথা ধর্মীয় শিক্ষাবিদদের সাথে আধুনিক শিক্ষাবিদদের সম্পর্ক ও সমন্বয়। কারণ তাঁরা এই সত্যে ঐক্যবোধ করে যে, ধর্মীয় শিক্ষা ব্যবস্থার মধ্য দিয়ে যেমন মানুষের ধর্মীয় চরিত্র গড়ে উঠে, তেমনি আধুনিক শিক্ষাব্যবস্থার মধ্য দিয়ে পরিবর্তনশীল জীবন ও কর্মপ্রবাহের পেশাগত ও কৌশলগত যোগ্যতা ও ক্ষমতা অর্জিত হয়। তাঁরা বলেন ঃ সর্বপ্রকার অত্যাধুনিক জ্ঞান আহরণ এবং দানের কাজ সুষ্ঠুভাবে তখনই সম্ভব যখন জ্ঞানসমূহের ভিত্তিমূলে ধর্ম-প্রদত্ত মূল্যবোধ কার্যকরী হয়।

জ্ঞানের সাধারণ সংজ্ঞার সাথে সকলেরই পরিচয় রয়েছে। কিন্তু ধর্ম অনুযায়ী ঐশিকতার আলোকে জ্ঞানের সংজ্ঞার ভিন্নতা রয়েছে। ঐশী গ্রন্থগুলি বিশেষ করে পবিত্র কোরানের আলোকে জ্ঞান ও জ্ঞানের চরিত্রটি প্রচলিত সংজ্ঞার চেয়ে অবশ্যই ভিন্ন। এই ভিন্নতা ও স্বতন্ত্রতার কারণেই জ্ঞানের ইসলামীকরণ [Islamization of knowledge] চিন্তাধারার প্রবর্তক ডঃ ঈসমাইল রাজী আল ফারুকী প্রচলিত জ্ঞানের নতুন সংজ্ঞা নির্ধারণের উপর জোর দিয়েছেন এবং বৈশিষ্ট্যমন্ডিত চরিত্র অর্জনের প্রসংগ টেনে বলেছেন ঃ

ইসলামের দৃষ্টিতে জ্ঞানতত্ত্বের প্রকৃত রূপ সত্যের ঐক্যের মধ্যেই নিহিত। এই ঐক্য আল্লাহর একত্বের ধারণা থেকেই উৎসারিত, আল্লাহতায়ালার অপর নাম হচ্ছে আল হাক্ক বা "সত্য"। আল্লাহ যদি প্রকৃতপক্ষে আল্লাহ হন, তাহলে সত্যও অনেক হতে পারে না। কেবল তিনিই সত্যকে সত্য বলে জানেন বিধায় ওহীর মাধ্যমে তা প্রকাশ করেন। তিনি প্রত্যাদেশের মাধ্যমে যা প্রেরণ করেন তা বাস্তবতার সাথে বৈসাদৃশপূর্ণ হতে পারে না। কেননা তিনিই সকল বাস্তবতা ও সত্যের স্রষ্টা। যে সত্য যুক্তির বিষয়বস্তু তা প্রাকৃতিক বিধানেই অঙ্গীভূত। আল্লাহর সৃষ্টির এই ধারা স্থায়ী ও অপরিবর্তনীয়। ঐশী বাণী ওহী আল্লাহর অস্তিত্ব ও সৃষ্টির ঘোষণা দেয়া ছাড়াও এ জগৎ সম্পর্কে মানুষকে শিক্ষা দেয়। তাত্ত্বিকভাবে এ ব্যাপারে কোন অসংগতি থাকতে পারে না। ঐশী বিধানের সাথে যুক্তি, সত্য ও বাস্তবতার এই বিরল ও তর্কাতীত সাদৃশ জ্ঞানতত্ত্বের [Epistemologyi] সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ দিক।

মহাবিশ্ব, এই পৃথিবী, পৃথিবীর বিভিন্ন ক্ষেত্র এবং মানুষের অস্তিত্ব ও অস্তিত্ব সংলগ্ন বাস্তবতাকে জানা, বুঝা ও ব্যবহারের উদ্দেশ্যে বুদ্ধিগত যে বৈভব তা সাধারণভাবে জ্ঞানের অন্তর্গত হলেও ধর্মীয় দৃষ্টিকোণ থেকে বিশেষ করে ইসলামের আলোকে জ্ঞান বা জ্ঞান সম্পর্কে বলা যায়, জ্ঞান হচ্ছে সেই বোধ বা সচেতনতা যার মাধ্যমে স্রষ্টা (আল্লাহ) সম্পর্কে এবং তাঁর লক্ষ্য- উদ্দেশ্য ও নির্দেশনা সম্পর্কে দায়িত্বশীলতা, যোগ্যতা, দক্ষতা এবং দায়িত্ব পালনের বাস্তবতা সৃষ্টি হয়। পরিচয়হীন কর্তব্য গ্রহণীয় নয় এবং পালনীয়ও হয় না। তাই ইসলামী অভিমতে পবিত্র কোরান ও কোরানের নির্দেশনাকে বুঝার ও সেই বুঝার ভিত্তিতে চলার বোধগত সচেতনতা, অভিজ্ঞতার বৌদ্ধিক ক্রিয়া, প্রতিক্রিয়া ও আহরণই হচ্ছে জ্ঞান। জ্ঞানের সাথে গভীরভাবে সম্পর্কিত হচ্ছে বিশ্বাস। এই বিশ্বাসের অর্থ হচ্ছে সৃষ্টিকর্তার কাছে উপলব্ধির সামগ্রিক সমর্পণ, অর্থাৎ সমগ্র জ্ঞানের উৎস হিসাবে সৃষ্টিকর্তার বাইরে যাওয়া যাবে না এবং তাঁর নির্দেশনার বাইরে কিছু নেই। এই বক্তব্যের মূল কথা হলো সমগ্র প্রাণীকুলের জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত সমস্ত কর্মপ্রবাহ মূলতঃ ধর্মীয় অর্থাৎ সৃষ্টিকর্তা কেন্দ্রিক। বিশ্বাসী মাত্রই জানেন যে, আল্লাহতায়ালা কোন কিছুই বিনা কারণে বিনা উদ্দেশ্যে সৃষ্টি করেননি, তার পিছনে মহৎ উদ্দেশ্য রয়েছে। সুতরাং আধুনিক মানুষের স্বচ্ছারিতার মধ্যে বিজ্ঞানের শত উৎকর্ষ ও সাফল্যের মধ্যেও মৌলিক বিবেচনায় অবশ্যই কোরানিক জ্ঞানতত্ত্বের [Quranic Epistemology] মূল বিষয়টি মনে রাখতে হবে। যে কারণে আল্লাহ বলেছেন, আমি যা জানি তোমরা তা জানো না।

জ্ঞানতত্ত্বের এই উদ্দেশ্য পূর্ণ উপলব্ধির কারণেই জ্ঞান ও শিক্ষার ইসলামীকরণ চিন্তাধারার অগ্রণী ব্যক্তিত্ব অধ্যাপক ডঃ সৈয়দ আলী আশরাফ বলেন ঃ যখন মানুষ ঈমানদার হয়, তখন সে আল্লাহর হুকুম অনুযায়ী নিজেকে আল্লাহর আবেদ হিসেবে গড়ে তোলার চেষ্টা করে। ফলে সে সমাজ পরিচালনা, প্রকৃতির তত্ত্বাবধান, ঘর-সংসার চালানো, রাষ্ট্রচালানো প্রতিটি কাজকে সুষ্ঠু নিয়ম-শৃঙ্খলার আয়ত্তাধীনে আনে-ই নিয়ম মানুষের দৃষ্টিকে আল্লাহর দিকে নিবদ্ধ করে রাখে এবং সে সত্যিকারের আবেদ হওয়ার আগ্রহে নিজেকে, সমাজকে, রাষ্ট্রকে, পৃথিবীকে সৎপথে আনার জন্য প্রাণপণে চেষ্টা করে। তখন সে ক্রমপরিবর্তনশীল বাহ্যিক জগতের খোলসটাকে প্রাধান্য দেয় না পরিবর্তনের ভিতরে যে চিরন্তন রয়েছে, সে তার সন্ধান পায়। কুরআন এবং হাদিস, আল্লাহর বাণী এবং রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আদেশ-নির্দেশ এবং উদাহরণ এই সন্ধান কাজে পূর্ণ সহায়তা করে। তাই কুরআন এবং হাদিসে সংরক্ষিত জ্ঞান অর্জন করা এবং নিজের জীবনে সেই জ্ঞানের অনুশীলন করা তার জন্য অবশ্য কর্তব্য হয়ে দাঁড়ায়। সেই জ্ঞান অনুযায়ী সে নিজেকে, সমাজকে, রাষ্ট্রকে এবং বৃহত্তর মানব সমাজকে আল্লাহর রাস্তায় পরিচালনা করে, তাদের সর্বাঙ্গীন সাফল্যের ব্যবস্থা করে।

প্রতিটি জ্ঞানই তাই ইসলামী দৃষ্টিকোণ থেকে দেখতে হবে। ইতিহাসের কথাই ধরা যাক। ইসলামী দৃষ্টিকোণ থেকে ইতিহাস ... পরিপ্রেক্ষিতে মানুষের পৃথিবীতে আগমন, নবীদের প্রয়োজনীয়তা, সেই সময়ের পরিপ্রেক্ষিতে জাতির উত্থান-পতন এবং সেইসংগে ন্যায়-অন্যায়বোধ, বিচার, অবিচার এবং নীতিবোধের নিগূঢ় সম্পর্ক। সঙ্গে সঙ্গে এ কথাও জানা প্রয়োজন যে, ইসলামী দৃষ্টিকোণ থেকে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জামানা হচ্ছে মানুষের ইতিহাসের সবচেয়ে গৌরবময় যুগ-সে গৌরবময় সৌধ-প্রাসাদ এবং বিমান বা বেতার যন্ত্রের বিকাশ দ্বারা মাপা যায় না, সে গৌরব মানবাত্মার চরম পরিণতি এবং রাষ্ট্রে ও সমাজে কুরআনের পূর্ণ অনুশীলনের উপর নির্ভর করে। অহীর মাধ্যমে প্রাপ্ত জ্ঞান এবং মানুষের নিজের চেষ্টায় বুদ্ধিদ্বারা আহরিত জ্ঞানের মধ্যে যে নিগূঢ় সম্পর্ক রয়েছে তাহা গবেষণার মারফৎ জানবে, জানাবে ও জানতে হবে। এক্ষেত্রে ডঃ ইসমাইল রাজী আল ফারুকী বলেন ঃ জ্ঞানের বিষয় বা পেশা হিসাবে মানবিক, সমাজ বিজ্ঞান, প্রাকৃতিক বিজ্ঞানকে ইসলামী দর্শনের আলোকে পুনর্গঠিত করতে হবে। এর মূল কথা হল মানুষের বৌদ্ধিক উপলব্ধির ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার মর্মমূলে জ্ঞান আহরণ ও জ্ঞান সম্পর্কে ঐশী সত্য তথা পবিত্র কোরআনের সত্যকে ডিসকোর্স হিসাবে প্রতিষ্ঠিত করা।

শিক্ষার ইসলামীকরণ ঃ

শিক্ষার ইসলামীকরণ চিন্তাধারার প্রধান প্রবক্তা মরহুম প্রফেসর ডঃ সৈয়দ আলী আশরাফের মতে মূলতঃ সর্ব প্রকার জ্ঞান বা আমরা শিক্ষার মাধ্যমে স্কুল, কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের মাঝে যা বিতরণ করি তার ভিত্তিমূলে মানব প্রকৃতি সম্বন্ধে এবং জ্ঞান আহরণ সম্পর্কে ইসলামী ধ্যান-ধারণা প্রতিষ্ঠিত করাই সত্যিকারভাবে শিক্ষার ইসলামীকরণ করা।

তাঁর মতে ঃ পাশ্চাত্য সেকুলারিষ্টি ধ্যান-ধারণা মানুষকে নিজের স্বার্থসিদ্ধির মোহে আবদ্ধ করে; কোন মূল্যবোধকে গ্রহণ করতে রাজী হয় না। তারই ফলে পাশ্চাত্য সমাজ ব্যবস্থা ভঙ্গুর অবস্থায় উপনীত হয়েছে। সমাজে নৈতিক অবক্ষয় দেখা দিয়েছে। এই অবক্ষয়ের হাত থেকে নতুনদের রক্ষা করতে হলে মনুষ্যত্বের যে মানদন্ড ধর্ম আমাদের দিয়েছে এবং যার ঐতিহ্য সমাজে এখনো বিদ্যমান; নতুনদের সেই মানদন্ড সম্বন্ধে সচেতন করে দিতে হবে। একমাত্র শিক্ষার মাধ্যমেই তা সম্ভব। বর্তমান শিক্ষা, দর্শন, অর্থনীতি, সাহিত্য ইত্যাদির প্রতিটির ভিত্তিমূলে যে মূল্যবোধ রয়েছে তার বিবর্তনকে এবং সমাজের এই বিবর্তনকে অবশ্যম্ভাবী সত্য বলে মেনে নিয়েছে এবং সেই শিক্ষাই দিচ্ছে। মানুষ সম্পর্কে ধর্ম যে ধারণা দিয়েছে, চিরন্তন মূল্যবোধকে মানবাত্মায় প্রতিষ্ঠিত বলে বুঝিয়েছে আমরা সেই মূল্যবোধের মানদন্ডকে অর্থনীতি, রাজনীতি, সাহিত্য, দর্শন, সমাজ-বিজ্ঞান এর সমস্ত প্রকারের জ্ঞান-বিজ্ঞানের মূলতন্ত্র বলে দেখাতে চাই। সেই দৃষ্টিভঙ্গি ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যে জাগ্রত রাখতে চাই। এ প্রসংগে তিনি বলতে চেয়েছেন ঃ সর্বপ্রকার অত্যাধুনিক জ্ঞান আহরণের কাজ সুষ্ঠুভাবে তখনই সম্ভব যখন এই জ্ঞানসমূহের ভিত্তিমূলে ধর্ম প্রদত্ত মূল্যবোধকে কার্যকরী করা হয়। ধর্ম আমাদেরকে শিক্ষা দেয় যে, মানবতার ভিত্তিমূলে যে মূল্যবোধ সম্পর্কে সচেতনতা বিরাজমান সে সচেতনতা আল্লাহ কর্তৃক প্রতিটি আত্মার মধ্যে জন্মের পূর্বেই গূঢ়ভাবে দান করা হয়েছে। প্রতিটি ধর্ম আত্মিক পবিত্রতার এবং কামনা-বাসনা ইত্যাদি ইন্দ্রিয়জাত সমস্ত দাবীকে পবিত্র করার যে আদর্শ দিয়েছে তার মধ্যে যথেষ্ট মিল রয়েছে। মানুষ যখন আল্লাহর উপর ঈমান আনে তখনই অন্তর আত্মার চরম পরিবর্তন আসে। সে তখন সত্যবাদী হতে চেষ্টা করে। মিথ্যা অহংকার, কাম, লোভ, ক্রোধকে পবিত্রতার রুজ্জুর দ্বারা সত্তার আয়ত্তাধীন করে।

ইসলামী দৃষ্টিকোণ বর্জিত যে কোন জ্ঞান শুধু অপরিপক্কই নয়, তা মনুষ্যত্বের উন্নতির পথে বাধাদান করে। মানুষের দৃষ্টিকোণকে ব্যক্তিকেন্দ্রিক বা কোন সমাজ বা গোষ্ঠী বা ইজম বা রাষ্ট্রকেন্দ্রিক করে তুলে। এই বোধ কোন চিরন্তনত্ব দাবী করে না। এবং কেবল বুদ্ধিকে সম্বল করে তার যাত্রা। কিন্তু বুদ্ধিবাদ-নির্ভর বৈজ্ঞানিক উন্নয়ন প্রযুক্তিগত প্রগতিশীলতা মানব সভ্যতা ও মানব জীবনকে স্বস্তিকর পথের সন্ধান দি সক্ষম নয়, ইতিহাস তার সাক্ষ্য দিয়েছে। তদুপরি বিজ্ঞান গবেষণা ইঙ্গিত দিয়ে বুদ্ধির মারফত চিরন্তন সত্য জানা সম্ভব নয়।

জ্ঞানের প্রতিটি শাখার সার্বভৌমত্বের কোনরূপ ক্ষতি সাধন না করে, শিক্ষা পদ্ধতি একই সাথে ধর্মীয় দৃষ্টিভঙ্গি ও ধারণাসমূহ প্রতিফলন করবে। এটিই হ শিক্ষার ইসলামীকরণ [Islamization of Education]

এই দৃষ্টিকোণ থেকেই গড়ে উঠে ইসলামী শিক্ষা দর্শনের মূল কথা। অর্থাৎ-

- ❑ আল্লাহর সাথে সৃষ্টির সম্পর্ক
- ❑ সৃষ্টির সাথে আল্লাহর সম্পর্ক
- ❑ মানুষের সাথে অন্যান্য সৃষ্টির সম্পর্ক
- ❑ প্রকৃতির সাথে আল্লাহর সম্পর্ক
- ❑ প্রকৃতির সাথে মানুষের সম্পর্ক

সৃষ্টিকর্তা আল্লাহপাকের সাথে মানুষের যে সম্পর্ক তা ধর্মবিজ্ঞানের মাধ্যমে জানতে হবে, মানুষ যেহেতু স্বভাবগতভাবে সামাজিক, একাকী বসবাস করতে পারে না, তাই তার সাথে অন্য মানুষের সম্পর্ক কি হবে, কিভাবে হবে, তা মানবিক বিজ্ঞানের মাধ্যমে জানতে হবে এবং যেহেতু মানুষ অন্যান্য সৃষ্টিকে তার নিজের জন ব্যবহার করে, তাই সে সম্পর্ক তাকে প্রকৃতি বিজ্ঞানের মাধ্যমে জানতে হবে। এই দৃষ্টিকোণ থেকে জ্ঞানের বিভাজন হয় তিন প্রকার।

(ক) ধর্মবিজ্ঞান ঃ আল্লাহর সাথে মানব জাতির সম্পর্ক বিষয়ক বিষয়সমূহ।
(খ) মানবিক বিজ্ঞান ঃ মানুষের সাথে মানুষের সম্পর্ক বিষয়ক বিষয়সমূহ।
(গ) প্রকৃতি বিজ্ঞান ঃ প্রকৃতির সাথে মানুষের সম্পর্ক বিষয়ক বিষয়সমূহ।

শিক্ষার জন্য একটি অতি মূল্যবান উৎস হচ্ছে আমাদের সেইসব মূল্যবোধ যা আমরা সকলেই সাধারণভাবে বিশ্বাস করে থাকি। আধুনিক শিক্ষাব্যবস্থার মধ্যে পরিব্যাপ্ত একটি মস্তবড় সমস্যা হচ্ছে মূল্যবোধ থেকে জ্ঞানচর্চা, তথ্য সংগ্রহ ও দক্ষতা অর্জনকে বিচ্ছিন্ন করে ফেলা হয়েছে। অথচ এখানে বিভিন্ন ধর্ম ও ধর্মীয় অন্তর্দৃষ্টি যা সার্বজনীনভাবে প্রযোজ্য তা সবচেয়ে বেশি অবদান রাখতে পারে। প্রধান একেশ্বরবাদী ধর্মসমূহ ও অন্যান্য সকল ধর্মই মানব জীবনে মূল্যবোধের কেন্দ্রীয় গুরুত্ব এবং এর অলৌকিক সূত্র থেকে উৎসারিত হবার কথা স্বীকার করে। সত্য, সুন্দর ও ন্যায় বলতে আমরা যা বুঝি তারও উৎস সীমাবদ্ধ মানব অভিজ্ঞতার উর্ধ্বে। সব ধর্মেই দেখা যায় যে কিভাবে বিভিন্ন মূল্যবোধ একসূত্রে গাঁথা একটি পরিপূর্ণ একক। মানুষের মধ্যে সুবিচারের আকাঙ্ক্ষা, ভালবাসা, দয়া ও সহমর্মিতা মূল্যবোধসমূহকে আরো শক্তিশালী করে তোলে। সব ধর্মই এখন মানবীয় অনুভূতির উৎস ঐশ্বরিক বলে মানে। কারণ এ সবকিছুই ঐশ্বরিক গুণাবলীর প্রতিফলন। সব ধর্মই মানুষের আধ্যাত্মিক প্রকৃতি ও নিয়তির উপর জোর দেয়। এভাবেই প্রতিটি ধর্ম মানব জীবন সম্বন্ধে একটি সুগ্রথিত ও ঐকীভূত ধারণা পেশ করে, যা খন্ডিত ও পরস্পর সম্পর্কহীন নয়।

ধর্ম তাই শিক্ষানীতি প্রণয়নকারীদের ও শিক্ষাদানকারীদের অত্যন্ত শক্তিশালী একটি নীতিমালা প্রদান করে। এগুলির বাস্তবরূপ দেওয়া অত্যন্ত উদ্যম সাপেক্ষ ও কঠিন কাজ। একাজে প্রজ্ঞা ও দক্ষতা প্রয়োজন। তথাপি ইহা একটি মূল্যবান ও প্রয়োজনীয় কাজ। আমরা বিশ্বাস করি, এ কাজের সফলতা সবার জন্যই বয়ে আনবে অধিকতরভাবে পূর্ণ ও সন্তোষজনক শিক্ষা। ...